REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার:—

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩রা পৌষ বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 18th December 1940 | ২৮শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন:—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৶০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশ সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	...	১৭ " টাকার "
মোট সংস্থান	...	৩ " ৫৬ লক্ষের "
বীমা তহবিল	...	৩ " ১০ " "
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)		১ " ৯৭ " "
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি:—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ:—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩রা পৌষ বুধবার সন ১৩৪৭ সাল

জেলার জজ সাহেব বাহাদুর

গত ১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার জনপ্রিয় জেলা-জজ মিঃ হিরণ্ময় ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস মহোদয় জঙ্গিপুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় মুন্সেফী আদালত পরিদর্শন করেন। স্থানীয় বারের উকিল মহোদয়গণ ১৩ই ডিসেম্বর বৈকালে জজ সাহেব বাহাদুরকে এক টি-পার্টিতে সম্বর্দ্ধিত করেন। এই পার্টিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

গত সোমবার কাউন্সিল ভবনে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের সিলেক্ট কমিটির বৈঠক হয়। প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক সদস্যদিগকে জ্ঞাপন করেন যে, তিনি শীঘ্রই অভিযোগগুলি সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবেন। সভা স্থগিত থাকে। আগামী ৩০শে জানুয়ারী তারিখে পুনরায় বৈঠক হইবে।

গভর্ণমেণ্টের দান

পল্লী-কল্যাণের জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার ইন্দ্রানীর ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্সারীর ভবন সংস্কার জন্য ১৫০৲ এবং কীর্ত্তিপুর ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারগণের বাসভবন নির্ম্মাণ জন্য ১২৫০৲ দান করিয়াছেন।

লোক গণনা

এবারকার লোকগণনা এক রাত্রিতেই শেষ হইবে না। প্রায় একপক্ষকাল ধরিয়া গণনা কার্য্য চলিবে।

লোক গণনাকারীর নিকট প্রত্যেকের জন্য একখানি করিয়া প্রশ্নপত্র থাকিবে। জনগণের মধ্যে যাহারই সংখ্যা গণনা করা যাইবে, তাহার নিকট হইতে ঐ প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর লিখিয়া লওয়া হইবে। প্রশ্নপত্রে ২২টী প্রশ্ন থাকিবে। বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার সমস্যার বিষয় জানিবার জন্য কয়েকটী প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আগামী ১৯৪১ সালের মার্চ্চের মধ্যবর্ত্তী সময়ে লোক-গণনার ফলাফল প্রকাশ হইবে।

কচুরীপানা বিল পাশ

বিগত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ পরিষদ) অধিবেশনে কচুরী পানা বিল পাশ হইয়া গিয়াছে।

তিন জনের ফাঁসি

সিন্ধু প্রদেশের সক্কর দাঙ্গার তিনজন হত্যাকারী দোষী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদ সেণ্ট্রাল জেলে তাহাদের ফাঁসি হইয়াছে।

সদ্যোজাত শিশু-হত্যার মামলা

আসাম জোড়হাটের অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে একটি সদ্যোজাত শিশু হত্যার মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। জুরীদের সর্ব্বসম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া জজ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (হত্যা) অনুসারে মুসাম্মৎ কনকলতা ভুইঞার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন এবং তাহার স্বামী রত্নকান্ত ভুইঞাকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দিয়াছেন। প্রকাশ, রত্নাকর ভুইঞা দেহঙ্গিয়া টি এষ্টেটের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাঁহার অবিবাহিতা তরুণী কন্যা শোভাময়ী ভুইঞার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং তাহার অল্পক্ষণ পরেই সন্দেহজনক অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়। পুলীশ ইহার সন্ধান পাইয়া শিশুর মৃতদেহ নিজ হেফাজতে লয় এবং ময়না তদন্তে শিশুটির স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় নাই বলিয়া প্রকাশ পায়। এই সম্পর্কে ডাক্তারের মন্তব্য এইরূপ,—"দুইটি ফুসফুসই জলে ভাসিয়াছিল এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। এমন কি ফুসফুসের কর্ত্তিত অংশগুলিকে ১০৮ পাউণ্ড ওজনের ভারী জিনিষের নীচে কিছুক্ষণ চাপিয়া রাখিবার পরও সেগুলি জলে ভাসিয়াছিল। শিশুর ঘাড়ে আঘাত চিহ্নও ছিল এবং তার্পিণের গন্ধযুক্ত খানিকটা ন্যাকড়া শিশুটির মুখে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে চিকিৎসকের অভিমত এই যে, শিশুটি জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এবং শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।" পুলীশ শিশুর মাতা ও শিশুর মাতার পিতামাতাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০২ ধারা অনুসারে বিচারার্থ পাঠায়। দায়রা সোপর্দ্দকারী ম্যাজিষ্ট্রেট শিশুর মাতাকে মুক্তি দেন এবং শিশুর মাতার পিতামাতাকে দায়রা সোপরদ্দ করেন।

রাজসাহীতে মোটর দুর্ঘটনা

নাটোর-রাজসাহী পথে মোটরযোগে যাইবার সময় রাজসাহীর জেলা ও দায়রা জজ মিঃ কে, সি, দাসগুপ্তের গাড়ী উল্টাইয়া যায়। ফলে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অস্থি ভঙ্গ হয়। তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বাস চাপায় মৃত্যু

মিলা বিবি নামে একটী ৭ বৎসর বয়স্কা বালিকা গত ২৮শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে মাণিকতলা মেন রোডে একখানি বাস চাপা পড়িয়া গুরুতররূপে আহত হয়। সংবাদ পাইয়া এম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌছিবার পূর্ব্বে বালিকাটি মারা যায়।

ভাওয়াল মামলার ডিক্রী

কলিকাতা হাইকোর্টে ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার আপীলে বাদী সন্ন্যাসী কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় যে ডিক্রী পাইয়াছেন, বিচারকারী স্পেশাল বেঞ্চের মুখপাত্র বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর স্বাক্ষরের জন্য তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

মোটর চাপায় বালকের মৃত্যু

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ন প্রায় ৩টার সময় মাণিকতলা ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে হেদুয়ার চৌমাথায় পরেশচন্দ্র দত্ত নামে একটী সাত বৎসর বয়স্ক বালক একখানি প্রাইভেট মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া গুরুতর আহত হয়। তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। রাত্রি ৮॥ টার সময় বালকটি তথায় মারা যায়। মোটর গাড়ীর চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং সে এক্ষণে হাজতে আছে।

ত্রিপুরার মহারাজ-কুমারীর বিবাহ

ভবনগরের মহারাজ-কুমার নির্ম্মল সিংহের সহিত গত ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রে বিরাট আড়ম্বরের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজ-কুমারী বীণা দেবীর শুভ বিবাহ হইয়াছে। আলোকোজ্জ্বল বিরাট শোভাযাত্রাসহ বর হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কুঞ্জবন প্রাসাদ হইতে উজয়ন্ত প্রাসাদে আগমন করেন। মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বর ও বরযাত্রীগণকে সম্বর্দ্ধনাসহ গ্রহণ করেন। ঢোলপুর, ময়ূরভঞ্জ, সারেনগড়, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের মহারাজগণ ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ এক আশিষবাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিশ্ব সভ্যতা রক্ষার্থে ভারতের দান

সকল প্রকার আয়কর এবং চিঠির ডাকমাশুলের উপর অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য্যের প্রস্তাব প্রচারোদ্দেশ্যে বিগত ৫ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অর্থসচিব মহোদয় যে বিবৃতি দান করেছেন, জনসাধারণের তা মনের মতো নাও হতে পারে। করবৃদ্ধির ব্যাপারটা সব সময়েই বিরক্তিকর, কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ তারো চেয়ে বিরক্তিকর সন্দেহ নাই; আবার এ কথাটাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নাৎসীদের শৃঙ্খলাধীনে বন্দী হয়ে থাকার চেয়ে, বর্ত্তমানে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়াই শ্রেয়। এই কারণে, অতিরিক্ত আয়কর প্রদানের চিন্তায় মর্ম্মে মর্ম্মে বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও অর্থসচিবের বিবৃতি পাঠ করে কোন উচ্চবাচ্য আমরা করি নি; জিজ্ঞাসা করি নি, যুদ্ধ পরিচালনের জন্য যে সমস্ত টাকা তোলা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় পরিষদের ভাববিলাসী কোন পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত না হয়ে যথোপযুক্ত এবং যথোচিতভাবেই তা ব্যয়িত হচ্ছে, কি না। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভাবপ্রবণ বহু কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সখের ও খেয়ালখুসির বহু পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য ভারতকে বহুভাবে বহু টাকা দিতে হয়েছে,—বহু ক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করতে গিয়ে কর্ম্ম-কর্ত্তাদের কল্পনার অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করতে হয়েছে; আর আমরা গরীব-গুরবোর দল, এই সমস্ত স্বপ্নবিলাসী পরিকল্পনাদারদের সখের পরীক্ষাকার্য্যের জন্যে অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছি। এই সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে করবৃদ্ধির সর্ব্ববিধ প্রস্তাব সম্পর্কেই আমরা আজ সন্দিহান হইয়া পড়ি; তাইতো সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে শুনতে চাইনে অর্থসচিব মহোদয়ের অর্থসম্বন্ধীয় পরামর্শগুলি।

সত্য কথা বলিতে কি, করবৃদ্ধির প্রস্তাবে আমরা ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি নি; কিন্তু যুদ্ধসম্পর্কে উত্থিত সমস্ত অর্থ দেশরক্ষার্থেই যে ব্যয়িত হচ্ছে সে বিষয়ে অর্থসচিবের প্রকৃষ্ট প্রমাণসমন্বিত শান্ত ও প্রাঞ্জল বিবৃতি আমাদের ঠাণ্ডা করতে পেরেছে, কাজেই করবৃদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার কোন সঙ্গত "অছিলা" আমরা পাইনি। এই রকমই হয় বটে; অর্থ সচিবদের প্রশংসা আমাদের ভাল লাগে; কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের অতি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, স্যার জেরেমি রেইসম্যান যদি ভারতরক্ষার কর্ত্তব্যোপদেশে অর্থ-বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করতেন তাহলে তাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম থেকে বিচ্যুতই হতে হতো।

অর্থসচিব মহোদয় তাঁর সুস্পষ্ট বক্তৃতাটির প্রারম্ভেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, বর্ত্তমানে ইয়োরোপে এবং অন্যান্য স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ প্রসার লাভ করায় দেশসংরক্ষণ বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় তো হচ্ছেই, উপরন্তু এই যুদ্ধবিগ্রহ ভারতীয় অর্থ-ভাণ্ডারের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে, বিশেষ করে বাণিজ্যের ওপর শুল্ক প্রভৃতির আদায়ের ভাগ কমিয়ে দিয়েছে। আবার বাণিজ্যপোত চলাচলের পথ বিঘ্নিত হওয়ায় এবং ইয়োরোপের প্রায় সর্ব্বত্র বাণিজ্যাদি বন্ধ হয়ে

যাওয়ায়, এই বৎসর আমদানি ও বাণিজ্যশুল্কের ক্ষতির যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তাতে করে মনে হয়, প্রায় আড়াই কোটি টাকা ঘাটতি পড়বে।

কিন্তু যদি বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাস পাবার দুর্দ্দশাটুকু শুধু ভোগ করতে হতো, তা'হলে আজকেকার করবৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী হতো না; কিন্তু ইতালী সমরে সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, এবং সম্প্রতি সে গ্রীসদেশ আক্রমণ করায় ভারতকেও সরাসরি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে; কাজেই ভারত-সরকারের কাছ থেকে আজ আর আমরা প্রত্যাশা না ক'রে পারি না যে, ভারত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা করবেন,—ব্যবস্থা করবেন এই বিষয়ে যথোচিত ব্যয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করবার। ঠিক এই চিন্তা মাথায় নিয়েই অর্থসচিব মহোদয়ের বক্তৃতার ব্যয়সংক্রান্ত প্রস্তাব আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

দেখেছি, অর্থসচিব মহোদয় এই বৎসর ভারতের নিজস্ব প্রয়োজনে অতিরিক্ত ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ করেছেন (যদিও দেশরক্ষার কার্য্যের সঙ্গে এটাও সংযুক্ত), আর তার ওপরে যথার্থ দেশসংরক্ষণের ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত সাড়ে চৌদ্দ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

টাকাটা কোন রকমে ব্যয় করতে পারলেই কাজ হাসিল হয় না; আমাদের দেখতে হবে টাকা যথার্থক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কি না। তা' দেখবার জন্য ভারতের নিজস্ব প্রয়োজনে বরাদ্দ ব্যয়াদির ব্যাপারটা পরীক্ষা করা যাক।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ব্যাপারটার বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। মোটামুটি তিনটী প্রধান বিষয়ের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথমতঃ একটি অতিরিক্ত বিমানবাহিনী গঠনোদ্দেশে তিনশত বৈমানিক ও দুই হাজার কারিগর বা যন্ত্র নির্ম্মাণকারীকে শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের মতে এ কাজটা অত্যন্ত বিলম্বে গ্রহণ করা হচ্ছে; বিমানপোত উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়নি বলে এই বিলম্ব করণের যে 'অছিলা' দেখানো হয়েছে, তাতেও আমরা খুসি হইনি। এগুলোকে আমরা রাজপুরুষদের অকর্ম্মণ্যতার দৈন্য ঢাকবার অছিলা বলে সন্দেহ করি। তবু ভালো, কুম্ভকর্ণ মশায় এবার জাগ্রত হয়েছেন।

এখন আমাদের করবৃদ্ধির প্রস্তাবটার সমালোচনা যদি করতেই হয়, তবে এই দিক দিয়েই করবো, যাতে করে দেশরক্ষার কার্য্যে আরও বেশী অর্থ ব্যয় করা হয়; তা' যদি হয়, তবেই এই আশু প্রয়োজনীয় কাজটা দ্রুতগতিতে সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পারবে।

অতঃপর শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শীদের শিক্ষাদানের পরিকল্পনাও আমরা পেয়েছি—এই বৎসর দশ লক্ষ টাকা তাদের শিক্ষাব্যপদেশে ব্যয়িত হবে,—কিন্তু, মনে রাখা দরকার এটা একটা ব্যয়বহুল (প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকার) পরিকল্পনার অংশ মাত্র; আমরা অবগত হয়েছি যে, আগামী বৎসরের শেষভাগে ১৫০০০ হাজার শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে, ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসার অগ্রগতি এই সমস্ত 'বিশেষজ্ঞদের' অভাবে প্রতিহত হয়েছে, কিন্তু এটা একটা বিচিত্র ব্যাপার যে, আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সরকারকে বিশেষজ্ঞদের শিক্ষিতকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেই হবে। কাজেই, এক্ষেত্রেও সরকারকে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে হবে, ব্যয়ের তালিকা বৃদ্ধিও করতে হবে।

তৃতীয়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 'দফা' হচ্ছে দেশকে বিমানআক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ২৫ লক্ষ টাকার ব্যয়বরাদ্দ। কিন্তু এতেই কাজ হবে? মনে হয়, দেশরক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে সিমলার উচ্চতম প্রাসাদনিবাসী রাজপুরুষেরা সম্যক্ উপলব্ধিই করেন নাই। তবে এর স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, প্রাথমিক কার্য্য হিসাবে এর ত্রুটি ধরা বাঞ্ছনীয় নয়।

দেখে শুনে আমরা বুঝতে পারছি যে, দেশের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যয়-বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপেই সমর্থনযোগ্য—প্রয়োজনের তুলনায় তা খুব অল্পও বটে।

দেশরক্ষার প্রয়োজনে যে ব্যয়বৃদ্ধি—তা' আলোচনা করা খুব শক্ত ব্যাপার; কেননা, আমাদের কাছে ওসম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে সবকথা বলা হয়নি। যাই হোক, দেশ-রক্ষা বিভাগ যে বিষয়টাকে এতদিন অন্ধকারের অন্তরালেই গোপন রেখেছিল, মাননীয় অর্থসচিব মহোদয় সেই বিষয়ে কিছু পরিমাণে তবু আলোকপাত করেছেন। আমরা অবগত হয়েছি যে, খুব শীঘ্রই ভারতবর্ষে একটি বিমান-বাহিনী গঠিত হচ্ছে; তাতে আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত এবং সুশিক্ষিত পাঁচ লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবে। বহুকাল থেকে যেটা আমরা কাণেই শুধু শুনে আস্‌ছিলাম, কার্য্যে সেটা এইবার পরিণত হবে—এ একটা উৎসাহপ্রদ সুসংবাদ সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, অতীত ভারতের সামরিক ঐতিহ্য এবং আমাদের জাতীয় গরিমাবোধ এমনি একটা সুযোগের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়েছিল; কেননা এমনিতর একটা সুযোগের মধ্যেই ভবিষ্য-জীবনের আশা-ভরসাকে আমরা মূর্ত্ত দেখি।

শুধু তাই না, আরো একটা গৌরবের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বারগুলির রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করবার জন্যে ৬০ হাজার সৈন্য আজ বিদেশে গিয়েছে। এক লক্ষ সৈন্য যোগদান করেছে সৈন্যবাহিনীতে রীতিমত শিক্ষার জন্য। সমুদ্র-বক্ষেও ভারতবর্ষ নিতান্ত অক্ষম নয়। প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র এই ভারতবর্ষের বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলির ওপর "মাইন সংগ্রাহক জাহাজ" এবং "ডুবোজাহাজবিধ্বংসী পাহারাদার জাহাজ" নিত্য সজাগ দৃষ্টি রেখে চলা ফেরা করছে। জাহাজ-সারানোর প্রত্যেকটী প্রয়োজনীয় স্থানেই (Dock) অনুরূপ বহু জাহাজ প্রস্তুত হচ্ছে।

তারপর বহুবিধ সামরিক দ্রব্যসম্ভার ভারত কর্ত্তৃক বিদেশে প্রেরিত হওয়ার রহস্যোদ্ভেদী যে সংবাদ অর্থসচিব মহোদয় দিয়াছেন, তা সত্যসত্যই বিস্ময়কর। তিনি ভারতের দান সম্বন্ধে যে সমস্ত উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ১০০ কোটি ছোট গোলাগুলি, ৪০ লক্ষ কামানের গোলা-গুলি, ২ লক্ষ ৫০ হাজার 'বিস্ফোরক' (Detonator) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দ্রব্যসম্ভার।

আজ অকপট চিত্তে বলা যায় যে, ভারতবর্ষ নবতম এক কর্ম্মোন্মাদনায় উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। এই কর্ম্মো-ন্মাদনার ফলে সে যে আধুনিক সমর-সাফল্যেরই শুধু সহায়তা করবে তা নয়, যখন শান্তি ফিরে আস্‌বে, ফিরে আস্‌বে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানবৃদ্ধি, তখন ভারতের ব্যবসানৈতিক প্রগতিপথেও সে এর দ্বারাতে সহায়তা করতে পারবে।

এই সমস্ত বিষয় বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যে 'মানদণ্ডটি'র সাহায্যে সমস্ত যুক্তি-তর্ক ওজন করে বা বিচার করে দেখা হলো, তার বিধি সর্ব্ববাদীসম্মত বলেই মনে হয়। অর্থসচিব মহোদয় অতিরিক্ত যে করবৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন,—বলা বাহুল্য তা একটা খেয়ালখুসির পরিকল্পনা নয়; বরং এই কথাই স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ভারতবর্ষ—একটু বিলম্ব হলেও আজ সমরকার্য্য পরিচালনা কার্য্যে সাহায্য-দানের দুরূহ সৌভাগ্যলাভ করেছে। এমন একটা মহান উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচলিত হওয়া আমাদের উচিত নয়—উচিত নয় এই বলে, নালিশ জানানো যে, আমাদের ওপর ভারটা বড্ড বেশী চাপান হচ্ছে।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে

পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

নূতন চিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক

পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,

এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

মনিগ্রাম বাসন্তীতলা

পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা দুই আনা।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	৸৹
" ৪০ "	॥৹
ভর্ত্তি বহি	।৶৹
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।৹
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।৹

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

পিওন-বুক

ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড ও অন্যান্য অফিসের জন্য পিওন-বুক রাখা হইয়াছে। সুদৃশ্য চামড়ার দ্বারা বাঁধা। মূল্য বড় ৸৹ আনা, ছোট ॥৹ আনা।

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী

পণ্ডিত প্রেস

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

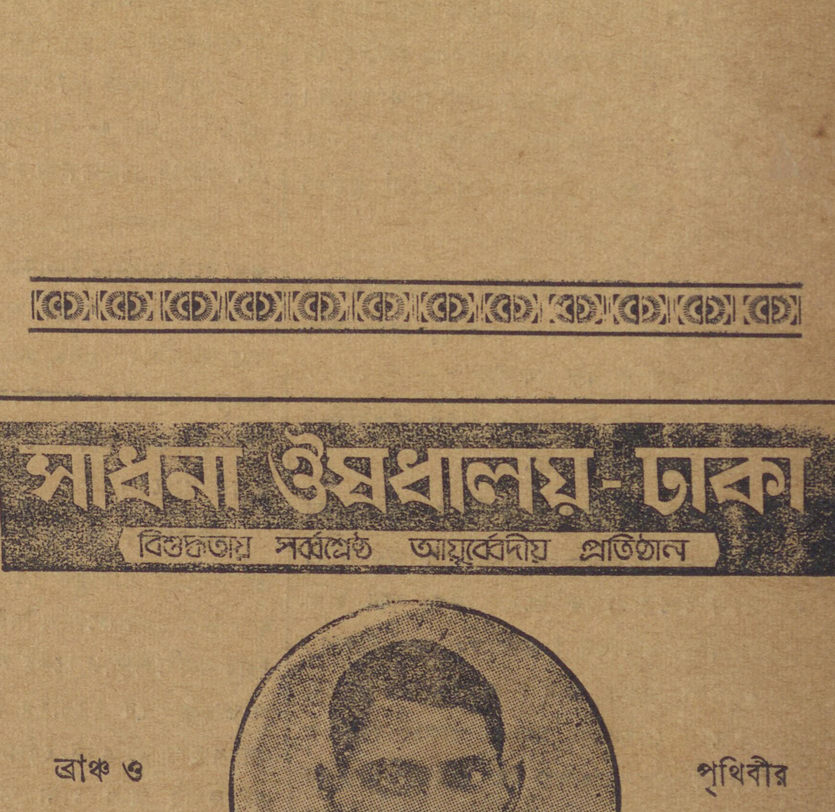

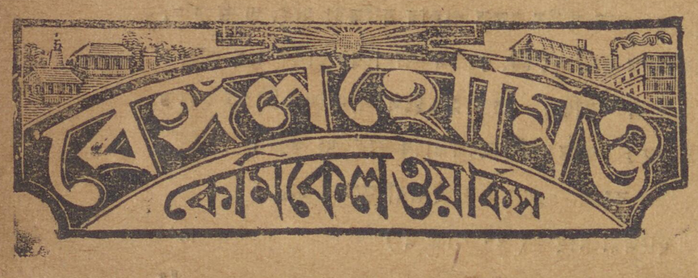

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

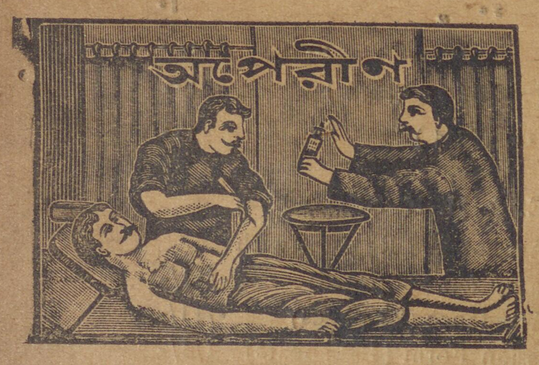

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর!

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১৷৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ— **ভাইট্যালী**— { বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বিরায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্ন-দোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৪৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত